তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫

**বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরে আসার পরই আমাদের নবযুগের সূচনা হয়**

 **-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন স্বদেশে ফিরে আসার পরই আমাদের নবযুগের যাত্রা শুরু হয়। এরপর জাতির পিতা হিসেবে যা যা করণীয় ছিল বঙ্গবন্ধু তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে তিনি তা করে দিয়ে গেছেন। তিনি আমাদের জন্য অত্যন্ত সুন্দর একটি পররাষ্ট্রনীতি দিয়ে গেছেন। যত বড় আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে সেগুলোর সদস্য পদ দিয়ে গেছেন এমনকি জাতিসংঘের সদস্য পদও দিয়ে গেছেন।’

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ড. মোমেন বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণে অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন। এই ধরনের ক্ষণজন্মা পুরুষ আমাদের সমাজে এসেছিলেন বলেই আমরা একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি। আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আর সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে, সোনার বাংলা অর্থাৎ একটা উন্নত, সমৃদ্ধশালী, স্থিতিশীল, অসাম্প্রদায়িক অর্থনীতি যেখানে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা সবার জন্য নিশ্চিত হবে।’

ড. মোমেন বলেন, ‘অনেকগুলো ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু এবং শেখ হাসিনার মধ্যে সাদৃশ্য আছে যেমন; (তাঁরা দুজনেই) সাহসী ও দৃঢ়চেতা। বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের রোডম্যাপ তৈরি করেছেন। আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। আর এটা অর্জনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বড় দায়িত্ব রয়েছে। এই রোডম্যাপ বাস্তবায়নে আমাদের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা আমাদের দেশকে ইতিমধ্যে মর্যাদার আসনে নিয়ে এসেছি তবে এতে আত্মতৃপ্ত হলে চলবে না। আমরা সেই বাংলাদেশকে দেখতে চাই, যখন কোনো বাঙালি তার পাসপোর্ট নিয়ে কোনো বিদেশি মিশনে যাবে- বিদেশিরা তখন তাকে ভিসা দিতে দ্বিধা করবে না। এমনকি বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে অন্যদেশে ভিসামুক্ত যাতায়াত করা যাবে- সে পর্যায়ে দেশকে এগিয়ে নিতে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন, ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারিতে, আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বড় ভূমিকা ছিল যা থেকে এ প্রজন্মের কূটনীতিকরা অনুপ্রাণিত হতে পারেন।’ এক্ষেত্রে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফারুক চৌধুরীসহ তৎকালীন কূটনীতিকদের প্রশংসা করে শাহরিয়ার আলম বলেন, তাঁরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে ছিলেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে যে আবেগঘন বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেখানে গণহত্যা নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক তদন্তের কথা বলেছিলেন যে কাজটি এখনো আমরা শেষ করে আনতে পারিনি।’

শাহরিয়ার আলম বলেন, ‘এবারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এমন এক সময়ে আমাদের সামনে এসেছে যখন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে রয়েছে। নমিনাল জিডিপির ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বিশ্বে ৩৫তম। বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া আদর্শকে ধারণ করেই আমরা দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হবো- বলে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

আলোচনা সভার পূর্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নতুন ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। আলোচনা সভার শুরুতে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি (বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে) তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণ শোনানো হয়। অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

মোহসিন/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২১৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪

**১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক**

**স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ণতা পায়**

 **-- গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

ময়মনসিংহে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আজ ময়মনসিংহের টাউন হল ময়দানে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে স্বাধীনতার পূর্ণতাপ্রাপ্তির সাথে তুলনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পূর্ণতা ঘটেছে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে। ইতিহাসে আওয়ামী লীগের অবদানের কথা স্মরণ করে প্রতিমন্ত্রী এসময় বলেন, আওয়ামী লীগ এদেশের ইতিহাসের প্রতিটি তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন সংগ্রামে সফল নেতৃত্ব দিয়েছে। যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতির অধিকার আদায় করেছে।

প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের স্মৃতিচারণ করেন। তাঁর সফল নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, করোনা মোকাবিলায় দেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, এমনটা উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ খান পাঠান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ময়মনসিংহ মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মোহিত উর রহমান শান্ত এবং ময়মনসিংহ সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আশরাফ হোসাইন। আলোচনা সভা শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

#

রেজাউল/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২১২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৩

**যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি ছাত্র নিহত হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক মানবাধিকার লঙ্ঘন**

 **--- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

 যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে এমআইটিতে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী সৈয়দ ফয়সালের মৃত্যুকে অত্যন্ত অনভিপ্রেত, দুঃখজনক এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে বর্ণনা করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রেও যে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এই হত্যাকাণ্ড।’

 আজ রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবন মিলনায়তনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

 সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘আমি পুলিশের গুলিতে নিহত বাংলাদেশি ছাত্রের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করেছে, তদন্ত চলছে। আমরা আশা করি, যুক্তরাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যারা এই ঘটনার জন্য দোষী, তাদের বিচার হবে।’

 হাছান মাহমুদ বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র এবং মানবাধিকার যাতে রক্ষিত হয়, সেটিই আমরা চাই। আমাদের দেশে মানবাধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয়, কেউ লঙ্ঘন না করে, সেদিকে আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছি। বিশ্বময় কোথাও যেন মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয় সেটিও আমরা চাই।’

 মন্ত্রী বলেন, আপনারা দেখেছেন বাংলাদেশ সফরে এসে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার কর্মকর্তা রিয়ার এডমিরাল লাউবেখার বলেছেন, বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী এবং যুক্তরাষ্ট্র কাজ করবে। আমরা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি।

**আদালত স্বাধীন বলেই মুক্তি পেলেন ফখরুল-আব্বাস**

 বিএনপির দুই শীর্ষ নেতার জামিনে মুক্তি প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, মির্জা ফখরুল সাহেব এবং মির্জা আব্বাস সাহেব যে মুক্তি পেয়েছেন এতেই প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশের আইন আদালত স্বাধীন। কারণ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করেছিল, তারা আইনি লড়ায়ের মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ায় মুক্তি লাভ করেছেন। দেশের আইন আদালত অত্যন্ত স্বাধীনভাবে কাজ করে, সেই কারণেই তারা মুক্তি লাভ করেছেন। আমি তাদের দু'জনের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ আয়ু কামনা করি। তারা যাতে সুস্বাস্থ্য বজায় রেখে সরকারের বিরোধিতা করতে পারে, সেটিই আমি কামনা করি।’

**১১ জানুয়ারি : বিশৃঙ্খলা প্রতিহতে জনগণের সাথে থাকবে আওয়ামী লীগ**

 বুধবার ১১ জানুয়ারি বিএনপির দেশব্যাপী গণ-অবস্থান কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপি বা কোনো বিরোধী দল যদি শান্তিপূর্ণ কোনো কর্মসূচি পালন করে সেক্ষেত্রে সরকার সবসময় সহযোগিতা করেছে এবং করবে। কিন্তু আমরা সবসময় দেখেছি তারা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির কথা বলে সেখানে অশান্তি তৈরি করে এবং জনগণের সম্পত্তি বিনষ্ট করে।’ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘১০ ডিসেম্বর ঘিরেও তারা দেশে অশান্তি তৈরি করেছিল। তারা গাড়িতে আগুন দিয়েছে, গাড়ি ভাংচুর করেছে এবং জনগণের শান্তি নিরাপত্তা স্থিতি বিনষ্ট করেছে। ১১ তারিখেও আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখবো, সতর্ক পাহারায় থাকবো আমাদের দল সতর্ক পাহারায় থাকবে যাতে তারা রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে। যদি করার চেষ্টা করা হয় জনগণ প্রতিহত করবে, আমাদের দল জনগণের সাথে থাকবে।’

#

আকরাম/এনায়েত/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২২

**বিজয়ের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন না হলে বিজয় অসম্পূর্ণ থাকতো**

 **-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

বিজয়ের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না হলে বিজয় অসম্পূর্ণ থাকতো বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচকের বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বিজয়ের মহানায়ক। বিজয় অসম্পূর্ণ থেকে যেতো শেখ মুজিবহীন বাংলাদেশে। বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরে না আসলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায় সম্ভব হতো না। সে সময় পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি গঠন করে স্বাধীনতাবিরোধীরা নতুন করে আবার পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। বঙ্গবন্ধু ফিরে না এলে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন সম্ভব হতো না। তিনি ফিরে না এলে তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে প্রায় তিনশত আইন প্রণয়ন সম্ভব হতো না।

মন্ত্রী আরো যোগ করেন, মুক্তিযুদ্ধ কোনো কল্পকাহিনী ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করে নেমে আসা স্বাধীন সত্ত্বা না। বাঙালি জাতির ইতিহাস দীর্ঘদিনের। কিন্তু বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করেছেন। বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষাভাষীদের বাঙালি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছিলেন। ’৬২-এর শিক্ষা কমিশন আন্দোলন, ’৬৬-এর ছয় দফা, আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচন, ’৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ-এসব কিছুর দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু মুক্তির সংগ্রামে ও স্বাধীনতার সংগ্রামে মানুষকে প্রস্তুত করেছেন।

শ ম রেজাউল করিম আরো বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীরা দেশ এবং দেশের বাইরে এখনো বিরাজমান। সে মানুষদের প্রেতাত্মা এখনও এদেশে আছে। স্বাধীনতাবিরোধীদের উত্তরসূরিরা এদেশে এখনও বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে। এখন আমরা কঠিন সময় অতিক্রম করছি। তিনি আরো যোগ করেন, মুক্তিযোদ্ধাদের অবর্তমানে নতুন প্রজন্মকে দেশের হাল ধরতে হবে। তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রকৃত ইতিহাস বারবার বলতে হবে। মনে রাখতে হবে বিজয়ের পর বিজয়ের মহানায়ক ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁকে রক্ষা করতে পারিনি। বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে না পারার ব্যর্থতা আমাদের জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. আব্দুস সামাদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. এস এম মোস্তফা জামান, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন মজুমদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা জহির উদ্দিন জালাল, ভাস্কর রাশা এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কার্যকরী সদস্য রীনা মোশাররফ।

#

ইফতেখার/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/১৯২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২১

**রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন শেষে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়িত হচ্ছে**

 **-- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি):

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন শেষে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হবে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন, অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মহাসড়কে। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ এক সম্ভাবনাময় স্বাধীন তথা সার্বভৌম রাষ্ট্র এক বিস্ময়ের নাম। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সমাজসেবা বিভাগের মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিটি বাজেটে ভাতার পরিমাণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করছে। এতে দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকৃত বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে এবং দারিদ্র্য শূন্যের দিকে যাচ্ছে। দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ হলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, বরিশালের প্রতিটি উপজেলায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, বনায়ন, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো খাতে রেকর্ড পরিমাণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুফল যাতে তৃণমূলের মানুষ উপভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতা-কর্মীদেরকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ স্থানীয় সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং সংগঠনগুলোর কর্মীদের বরিশালবাসীর ভাগ্য উন্নয়নে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

#

আহসান/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২০২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২০

**একাত্তরে ভারতের মানুষ নিজে কম খেয়ে এ দেশের শরণার্থীদের খাইয়েছে, বাংলাদেশ তা মনে রাখবে**

 **--- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ১৯৭১ সালে ভারত শুধু তাদের সীমান্ত খুলে দেয়নি, ঘরের দুয়ারই খুলে দেয়নি, মনের দুয়ারও খুলে দিয়েছিল। নিজে না খেয়ে বা কম খেয়ে এ দেশ থেকে যাওয়া শরণার্থীদের তারা খাইয়েছে। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন সেটি আমাদের দেশের মানুষ মনে রাখবে।

 আজ রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবন মিলনায়তনে বাংলাদেশ সফররত ৩৪ ভারতীয় সাংবাদিকের সঙ্গে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকতারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

 সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের দুই দেশের মৈত্রী রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। আমরা বাংলাদেশিরা, এদেশের সমস্ত নাগরিক, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন আমরা ভারতবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব তাদের ভূমিকার জন্য।’

 কলকাতার ২৫ জন ও আসামের ৯ জন সাংবাদিকের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, আপনারা বাংলাদেশের কিছু অংশ ঘুরে দেখেছেন এবং নিশ্চয়ই বাংলাদেশে যারা ১২-১৪ বছর আগে এসেছিলেন, তারা পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছেন। এমনকি দু’বছর আগেও যিনি এসেছিলেন, দু’বছর পরেও অনেক পার্থক্য দৃশ্যমান। আমাদের দেশের মানুষ এই পার্থক্যটা খুব একটা বুঝতে পারে না। কারণ সবাই উন্নয়নের ভেতর দিয়েই যাচ্ছে। কিন্তু যে ছেলে ১৪ বছর আগে বিদেশ গেছেন, সে এসে তার শহর চিনতে পারে না, তার গ্রামও চিনতে পারে না -এটিই বদলে যাওয়া বাংলাদেশ।

 বাংলাদেশকে সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বর্ণনা করে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আমাদের দেশে যে সামাজিক সম্প্রীতি, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রীতি, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতি -এটি অনেক দেশের জন্য উদাহরণ। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। আমরা সেটিই লালন করি, বুকে ধারণ করি। সে কারণে আমাদের দেশে প্রতি বছর উৎসবের মাত্রা বাড়ে। গত বছর দুর্গাপূজা মণ্ডপের সংখ্যা তার আগের বছরের চেয়ে কয়েকশ’ বেশি ছিল। সরকার সে ক্ষেত্রে সহায়তা করে নানাভাবে।’

 পরিতাপের সুরে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আমাদের দেশে আছে, অন্যান্য দেশেও আছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশে সেই অপশক্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে বিএনপি। আপনারা দেখুন, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প যখন যেখানেই ছড়ানো হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেটিকে বিস্তৃত করেছে বিএনপি ঘরানার লোকজন, তাদের সমর্থক, তাদের নেতারা, তাদের কর্মীরা। সমস্ত সাম্প্রদায়িক অপশক্তি বিএনপি জোটের সদস্য।

 ‘এটি আমাদের জন্য দুঃখজনক কারণ সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে বাঙালিদের জন্য একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র করার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান থাকতে পারে না’ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন হাছান মাহ্‌মুদ ।

চলমান পাতা - ২

--- ২ ---

 এসবয় কোনো গুজব যেন সাম্প্রদায়িক বা সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করতে না পারে সে জন্য সকল সাংবাদিকের সহযোগিতা কামনা করেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ । তিনি বলেন, ‘দেখা গেল ভারতের কোনো একটি অনলাইন মিডিয়া ভিত্তিহীন একটি সংবাদ করে দিল, সেটি নিয়ে ভারতেও মাতামাতি শুরু হলো আবার সেটা কপি করে আমাদের এখানে কিছু অনলাইন, কিছু পোর্টাল গুজব ছড়াল। এগুলোর কারণে সমাজে মাঝে মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়। এ ব্যাপারে আমাদের উভয় দেশের সাংবাদিকদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।’

 তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ এ সময় ভারতীয় সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিরাপদ প্রত্যাবাসনে তিনি ভারতের সহায়তা কামনা করেন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই এখানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রয়েছে জানান এবং অর্থনীতি প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের মাথাপিছু আয় বলে দেয় এ দেশ থেকে অর্থনৈতিক কারণে কোনো প্রতিবেশী দেশে অনুপ্রবেশ ঘটার কোনো কারণ নেই।

 ভারতীয় সাংবাদিকদের পক্ষে কলকাতা প্রেস ক্লাব সভাপতি স্নেহাশিস সুর বলেন, ‘আজকের ১০ জানুয়ারি দিনটা শুধু মাত্র বাংলাদেশের কাছে বিশেষ দিন নয়, এটা ভারত এবং বাংলাদেশ উভয়ের কাছে একটা বিশেষ দিন। কারামুক্তির পর এই দিনেই স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশের জাতির পিতা এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের মাটিতেও প্রথম পা দিয়েছিলেন, বাংলাদেশের মাটিতেও প্রথম পা দিয়েছিলেন। আর এই দিনে বাংলাদেশের মাটিতে থাকতে পেরেছি সে জন্য আমরা অত্যন্ত গৌরবান্বিত।’ এবং এ দিনের ইতিহাসটা আবার মনে করছি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সে সময় বঙ্গবন্ধু জীবিত আছেন কি না দীর্ঘদিন ধরে এটাও একটা সংশয় ছিল। আমরা আমাদের বাবা-মা’র কাছে সেটাই জিজ্ঞেস করতাম।’

 আসামের আঞ্চলিক সংবাদ টিভি চ্যানেল প্রাগ নিউজে’র প্রধান সম্পাদক প্রশান্ত রাজগুরু তার বক্তব্যে তাদের আমন্ত্রণ করে একটি বদলে যাওয়া বাংলাদেশ দেখাবার জন্য তথ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, ‘ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার ভ্রমণ আমাদের নয়ন খুলে দিয়েছে।’

 মতবিনিময় শেষে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ভারতীয় সাংবাদিকদের জন্য ‘সচিত্র বঙ্গবন্ধু’, ‘সংবাদ শিরোনামে বঙ্গবন্ধু’, ‘হিউমেইন বাংলাদেশ’ (Humane Bangladesh), ‘টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশের পর্যটন’ -এই পাঁচটি গ্রন্থের একটি করে সেট কলকাতা প্রেস ক্লাব সভাপতি স্নেহাশিস সুর, সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক এবং দৈনিক আমার আসাম পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মনোজ কুমার গোস্বামীর হাতে তুলে দেন মন্ত্রী।

 কলকাতা প্রেস ক্লাব সভাপতি ও সম্পাদক এসময় তাদের প্রেস ক্লাব থেকে প্রকাশিত ‘অখন্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ববঙ্গের মহিয়সীরা’ গ্রন্থটি তথ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। এরপর কলকাতার সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশ’ সংকলন গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন মন্ত্রী ও সচিব।

#

আকরাম/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৯

**বিভিন্ন দিক থেকে বাংলাদেশ ‘ট্রু গ্লোবাল’ চ্যাম্পিয়ন**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

 বিশ্বব্যাংকের নবনিযুক্ত বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদুলায়ে সেক আজ সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

 অর্থমন্ত্রীর সাথে দ্বিপক্ষীয় সভায় বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য কমিয়ে আনা, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু অভিযোজনসহ বিভিন্ন দিক থেকে বাংলাদেশ ট্রু গ্লোবাল চ্যাম্পিয়ন। পুরো এশিয়ার মধ্যে যে কোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অনেক ভালো। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়োচিত পদক্ষেপেরও প্রশংসা করেন।

 অর্থমন্ত্রী বিশ্বব্যাংককে বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে অভিহিত করে বলেন, বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশে কাজ করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ খাত রয়েছে। তারা আমাদের নদীপথ এবং নদীকেন্দ্রিক অর্থনীতির ওপর কাজ করতে পারে। আমাদের অর্থনীতির অন্যতম হাতিয়ার আমাদের যুবশক্তি, এই যুবশক্তির জন্য বিশ্বব্যাংক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। মন্ত্রী বলেন, বিশ্ব অর্থনীতির কঠিন চ্যালেঞ্জের বছরেও বাংলাদেশের জিডিপি’র আকার অনেক বেড়েছে। অতি সম্প্রতি কানাডার অনলাইন প্রকাশনা সংস্থা ‘ভিজ্যুয়াল ক্যাপিটালিস্ট’ -এ প্রকাশিত আইএমএফ’র পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বিশ্বের ৩৫তম বড় অর্থনীতির দেশ এখন বাংলাদেশ। তিনি উল্লেখ করেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রশংসা করে বলেছেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ‘একটি অসাধারণ গল্প’। তিনি কান্ট্রি ডিরেক্টরকে বাংলাদেশে কিছু আইকনিক প্রকল্প গ্রহণের অনুরোধ করেন।

 সভায় পরিবেশগত পুনরুদ্ধার এবং ঢাকা শহরের চারপাশের নদীগুলোর নাব্যতা নিশ্চিত এবং ঢাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য ‘ইবধঁঃরভরপধঃরড়হ ড়ভ উযধশধ’র অগ্রগতি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের ঝুঁকি ও পদক্ষেপ সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

#

তৌহিদুল/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :১১৮

**১২-১৫ জানুয়ারি ঢাকায় চার দিনব্যাপী পার্বত্য মেলা শুরু**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি):

পার্বত্য এলাকার মানুষের জীবন-কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক তথ্যাদি সমতলের মানুষের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্দেশে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর  উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর প্রচার ও বিপণনের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবারও রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১২-১৫ জানুয়ারি, ২০২৩ চার দিনব্যাপী পার্বত্য মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ প্রধান অতিথি হিসেবে ১২ জানুয়ারি বিকাল ৪ টায় মেলার উদ্বোধন করবেন। ১৫ জানুয়ারি বিকাল ৩ টায় পার্বত্য মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।

পার্বত্য জেলার শিল্পীদের অংশগ্রহণে মেলায় প্রতিদিন বিকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। চার দিনব্যাপী পার্বত্য মেলায় ১০৩টি স্টল থাকবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ, প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদেরকে স্টলসমূহ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মেলার স্টলে তিন পার্বত্য জেলায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সামগ্রী, হস্তশিল্প, ঐতিহ্যবাহী কোমর তাঁতে বোনা পণ্য এবং ঐতিহ্যবাহী পার্বত্য খাবার প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হবে।

#

রেজুয়ান/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৯১৩ঘন্টা

Handout Number : 117

**Newly appointed Ambassador of Japan to**

**Bangladesh calls on Foreign Minister**

Dhaka, 10 January:

 The newly appointed Ambassador of Japan to Bangladesh Iwama Kiminori paid a courtesy call on Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen at the Ministry of Foreign Affairs in Dhaka today.

 Welcoming the new Ambassador, Foreign Minister said that Japan is Bangladesh's single largest bilateral development partner and an important country for trade and investment. During the meeting, he thanked the Government of Japan for providing technical and financial support for the implementation of various projects including the Metrorail project.

 Both sides cordially exchanged views on bilateral, multilateral and regional issues of mutual interest, including infrastructure development in Bangladesh, bilateral trade, Japanese investment in Bangladesh, particularly in Bangladesh Special Economic Zone, human resources development, Japanese support to Rohingyas in Cox’s Bazar and Bhasan Char and repatriation of Rohingyas. The Foreign Minister appreciated Japan’s continued support for repatriation of Rohingyas and expressed hope that Japan would continue to extend its support towards the early repatriation of the Rohingyas for the sake of peace and stability in this region.

 The Foreign Minister hoped that bilateral relations between two countries would reach new heights during the tenure of the new Ambassador. He also wished Ambassador Iwama successful tenure in Bangladesh and assured him of full cooperation in discharge of his duties.

#

Mohsin/Rahat/Sanjib/Mahmud/Zoynul/2023/1800 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৫৬ শতাংশ। এ সময় ৩ হাজার ৭৬৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪০ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৮ হাজার ৮৪৬ জন।

#

কবীর/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২৩/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৫

**বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের পথে**

 **--বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি):

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, আজ ১০ জানুয়ারি, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। এদিনে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ পেয়েছিল। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই বাধা হয়ে আসে কোভিড-১৯। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণে আমরা সঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো যখন অর্থনৈতিকভাবে খারাপ সময় কাটাচ্ছিল, সে সময়ও বাংলাদেশের অর্থনীতি সচল ছিল।

বাণিজ্যমন্ত্রী আজ ঢাকায় আগারগাঁওয়ে ২৮ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় ফ্যামিলি কার্ডধারী মানুষের মাঝে চলতি জানুয়ারি মাসের টিসিবি’র ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মেহনতি মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন, তাদের কথা চিন্তা করে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশের এক কোটি সীমিত আয়ের পরিবারকে ভর্তুকি মূল্যে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া টিসিবি’র মাধ্যমে তেল, ডাল, চিনিসহ কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়। দেশব্যাপী এখন এক কোটি পরিবারকে মাসে একবার এ সকল পণ্য দেয়া হচ্ছে, এতে উপকৃত হচ্ছে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ। এজন্য সরকারকে বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। তবে মানুষকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেয়ার জন্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, জাতির পিতা আমাদের একটি স্বাধীন দেশ দিয়ে গেছেন। আজ তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের বঙ্গবন্ধুর সেই সোনার বাংলা বাস্তবায়নের দিক এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে সফলভাবে জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি অর্জন করে পুরস্কৃত হয়েছে। ২০৩০ সালের আগেই এসডিজি অর্জন করে ২০৪১ সালে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। নিজের অর্থে বাংলাদেশ বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন করে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে, ২০২৬ সালে তা কার্যকর হবে। দেশের চলমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এসময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ, ট্রেডিং করপোরেশন অভ্ বাংলাদেশ (টিসিবি) এর চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আরিফুল হাসান, ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাজী মোঃ ফোরকান হোসেন এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও টিসিবি’র সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

বকসী/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৯২১ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৪

**মানসিক স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক ‘মনের বন্ধু’ অ্যাপ উদ্বোধন করলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, মনের সুখ এবং শান্তির জন্য সন্তুষ্টির প্রয়োজন। এটা ছাড়া সাফল্য আসে না। তিনি বলেন, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্যের পর আমরা সন্তুষ্টি খুঁজি। এছাড়া চিন্তা ও চেতনায় মহৎ হওয়াটা‌ জরুরি বলেও প্রতিমন্ত্রী জানান।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপ) ‘মনের বন্ধু’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় প্রতিটি মানুষের মনে কোনো না কোনো ত্রুটি থাকতে পারে উল্লেখ করে বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার জন্য ক্রীড়া, সাহিত্য এবং সংগীত তিনটা বিষয় বেশি প্রয়োজন। এগুলোর চর্চা করলে মনের ব্যাধি দূর করা যায়। আমাদের সন্তানদের এসব বিষয়ে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সুস্থ, সবল ও সুন্দর প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, মনের বন্ধু শুধু স্টার্টআপ হিসেবে নয়, আমাদের প্রত্যেকটি পরিবার এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সন্তানদের নিরাপদ সুস্থ-সবল একজন আদর্শ নাগরিক বিনির্মাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইডিয়া প্রকল্পের পরিচালক আলতাফ হোসেন, স্টার্টআপ বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সামি আহমেদ, কণ্ঠশিল্পী শামীমা সুলতানা সুমি, কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক, ইউএনডিপি’র ডেপুটি রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ ভ্যান ওয়েন, নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের পলিসি অ্যাডভাইজার মুশফিকা জামান সাটিরা, অভিনেত্রী অপি করিম, ‘মনের বন্ধু’ এর উপদেষ্টা এবং বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ এবং মনের বন্ধু অ্যাপের ফাউন্ডার তৌহিদা শিরোপা।

পরে প্রতিমন্ত্রী ‘মনের বন্ধু’ অ্যাপ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

#

শহিদুল/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৭৪০ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩

**ইসলামাবাদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদ্‌যাপন**

ইসলামাবাদ, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি):

 ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশন আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করেছে। এ উপলক্ষ্যে চ্যান্সারি ভবনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অপর্ণ, বাণীপাঠ, আলোচনা ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

 অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা পর্ব শুরু হয়। এ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। আলোচনা পর্বে হাইকমিশনের কর্মকর্তাগণ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্য তুলে ধরেন।

 এরপর জাতির পিতা ও মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত এবং বাংলাদেশের সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

মোস্তফা/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/রবি/মাসুম/২০২৩/১৫৩০ ঘণ্টা

 তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২

**বিজিবি’র অভিযানে গতবছর প্রায় ১ হাজার ৫৬৬ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি):

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ২০২২ সালে দেশের সীমান্ত এলাকাসহ অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়ে সর্বমোট ১ হাজার ৫৬৫ কোটি ৫৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান পণ্য সামগ্রী, মাদকদ্রব্য এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করেছে।

জব্দকৃত মাদকের মধ্যে রয়েছে ১,২৭,৭৮,১০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৭৭ কেজি ৬৯০ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ আইস, ৩,১৬,১৫৭ বোতল ফেনসিডিল, ১,৮২,৯৩২ বোতল বিদেশী মদ, ৪,০৬৪ লিটার বাংলা মদ, ৩৭,১২৬ ক্যান বিয়ার, ২৮,৬৭২ কেজি গাঁজা, ৭২ কেজি ১৫৯ গ্রাম হেরোইন, ৪,৯৮,৭৫৪টি নেশা জাতীয় ও উত্তেজক ইনজেকশন, ৬,৫৫,৯৪০টি এ্যানেগ্রা/সেনেগ্রা ট্যাবলেট, ৭৬,৫৬১টি ইস্কাফ সিরাপ, ১৩ কেজি ৪২৫ গ্রাম আফিম, ৮৪,৫৫,৫৬২টি বিভিন্ন প্রকার ঔষধ, ১৩,৫৬২ বোতল এমকেডিল/কফিডিল এবং ২৮,১০,০৬৩টি অন্যান্য ট্যাবলেট।

জব্দকৃত অন্যান্য চোরাচালান দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ১৯৪ কেজি ৯৯৩ গ্রাম স্বর্ণ, ২৭৯ কেজি ১৬২ গ্রাম রূপা, ১,৫৭,৩০৯টি শাড়ি, ৫৯,৯৩৯টি থ্রিপিস/শার্টপিস, ২১,০৬৮টি তৈরী পোষাক, ৪,১৪১ মিটার থান কাপড়, ২১,৫৫,০৯৪টি কসমেটিক্স সামগ্রী, ৩০,৬৯৫ ঘনফুট কাঠ, ৭৩,১৭৬ কেজি চা পাতা, ৬,২১,০১৩ কেজি কয়লা, ৩৫,২২৩ ঘনফুট পাথর, ১,২৫,৭৫০টি ইমিটেশন গহনা, ৩১টি কষ্টি পাথরের মূর্তি, ১,৬৯৯ কেজি কারেন্ট জাল, ১৫২ কেজি ৫০০ গ্রাম কচ্ছপের হাড়, ৭৩টি ট্রাক/কাভার্ড ভ্যান, ৪৪টি প্রাইভেটকার/মাইক্রোবাস, ১০৬টি পিকআপ, ৩৪০টি সিএনজি/ইজিবাইক এবং ৮২৪টি মোটরসাইকেল।

একই সময়কালে উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ৪৬টি পিস্তল, ৯টি রাইফেল, ৫টি রিভলভার, ৭৯টি সকল প্রকার গান, ৫,৩৪৫ রাউন্ড গোলাবারুদ, ২৫টি ম্যাগাজিন, ২৪টি মর্টার শেল, ১টি আর্টিলারি/রকেট শেল/বোম্ব, ২০টি ককটেল, ৪৫টি শিশা/শিশা বল, ৫১টি খালি খোসা এবং ৯৯৯.৬০০ কেজি বিস্ফোরক সদৃশ বস্তু।

এছাড়াও সীমান্তে বিজিবি’র অভিযানে গতবছর ইয়াবাসহ বিভিন্ন প্রকার মাদক পাচার ও অন্যান্য চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগে ২ হাজার ৯৫৩ জনকে এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ২ হাজার ৮৫ জন বাংলাদেশী নাগরিক ও ১১৭ জন ভারতীয় নাগরিককে আটকের পর তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

#

শরিফুর/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/রবি/মাসুম/২০২৩/১৩১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১১

**১২ জানুয়ারি থেকে ঢাকায় শুরু হচ্ছে পার্বত্য মেলা**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি):

রাজধানীতে ১২ জানুয়ারি থেকে পার্বত্য মেলা শুরু হচ্ছে। চার দিনব্যাপী এই মেলা শেষ হবে আগামী ১৫ জানুয়ারি। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ১২ জানুয়ারি বিকাল ৪ টায় মেলার উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। আগামী ১৫ জানুয়ারি পার্বত্য মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

পার্বত্য জেলার শিল্পীদের অংশগ্রহণে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। পার্বত্য মেলায় ১০৩টি স্টল থাকবে। স্টলসমূহের মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী থাকছে। এছাড়া আরো থাকছে তিন পার্বত্য জেলায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যসামগ্রী, হস্তশিল্প, ঐতিহ্যবাহী কোমর তাঁতে বোনা পণ্য, ঐতিহ্যবাহী পার্বত্য খাবার ইত্যাদি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর প্রচার ও বিপণনের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এবং তাদের জীবন-সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক তথ্যাদি সমতলের মানুষের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

#

রেজুয়ান/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/রবি/মাসুম/২০২৩/১৩১০ ঘণ্টা